নবজাতক আরোগ্যভবন

অকল্পনীয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস দারিদ্র্যের দান। তখন সাধারণভাবে সিঁথি অঞ্চল ছিল নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন মানুষের বাস।বহু মানুষ বস্তিতে বাস করেন।তার উপরে ছিল সরকারী পর্য্যায়ে অবহেলা,উপযুক্ত চিকিৎসক ও চিকিৎসাব্যবস্থার অভাব। এতবড় সিঁথি এলাকার ধারে কাছেও একটা Health clinic ছিল না। নানারকম অসহায় অবস্থার মানুষদের প্রয়োজনে ন্যূনতম সাহায্যের ব্যবস্থার জন্যই আরোগ্যভবনের সূত্রপাত। এলাকার স্বাস্থ্য আন্দোলন, যার নেতৃত্বে ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা দীপেন ঘোষ সহ এলাকার কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন হিতৈষী বন্ধু। তাঁদের প্রচেষ্টাতেই এলাকায় মাতৃসদন প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপিত হয় সেই ৪০/৫০ এর দশকে।

১৯৬২-র ডিসেম্বরে ডঃ শৈলেন মিত্র মহাশয় আরোগ্যভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

১৯৬৩-র ৭ ই জানুয়ারী প্রথম কাজ শুরু ১৪১/এক্স/১ সাউথ সিঁথি রোড এর ছোট অফিসঘরে সপ্তাহে এক দিন ডাঃ তনেন মিত্রের অধীনে প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসা দিয়ে।

১৯৭৫ সালে প্রথম চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবির। অস্ত্রোপচার করেন ডঃ নীহার মুন্সী।

তারপর ১৯৮৩ সাল পর্য্যন্ত ভবন তৈরীর আন্দোলন। সমারোহ করে কোন হাসপাতাল নয়। আপৎকালীন চিকিৎসার অভাবে, যানবাহনের অভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই কত দুঃখজনক ঘটনার সাক্ষী এই সিঁথি অঞ্চল। নানারকম রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিকুলতার মধ্যেও নবজাতকের প্রতিষ্ঠাতার লক্ষ্যটা ছিল এলাকার জনস্বাস্থ্যের উন্নতি। তিনি স্বপ্ন দেখতেন সিঁথি অঞ্চলে হাসপাতাল তৈরীর। দুঃসহ বাস্তব অব্যবস্থা আর অবহেলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজের শিক্ষা স্বাস্থ্যের অধিকার আদায় করার এই রক্তাক্ত সংগ্রামই সেই স্বপ্ন। এই সংগ্রাম এবং এই স্বাস্থ্য আন্দোলনকেই সিঁথি অঞ্চলের নাগরিক আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন দীপেন ঘোষ **নিজের হাসপাতাল নিজে গড়ুন** - এই শ্লোগান নিয়ে । সেই সংগ্রামেরই একটা স্তরে হাসপাতাল বাড়ীর জন্য নিজস্ব গৃহের প্রয়োজনবোধ হয়েছিল।

১৯৮৪ সালের ৩০শে মার্চ ঐতিহাসিক পদযাত্রা হয় পূর্নাঙ্গ হাসপাতাল গড়ার জন্য।

যদি সিঁথির অবহেলিত মানুষের জন্য কেউ নাই ভাবে, যদি কেউ নাই পারে কিছু করতে, তাহলে আসুন আমরা নিজেরাই উদ্যোগ নেব, জনকল্যাণমুখী কাজে নিজেদের যুক্ত করব - প্রতিষ্ঠাতার আহ্বানে এই স্বাস্থ্য আন্দোলনে শত শত মানুষ এসে যোগ দিয়েছেন, নিঃশব্দে সাহায্য করেছেন। গড়ে উঠেছে নবজাতকের এই নিজস্ব ভবন।

অনেকে মুক্তহস্তে অর্থ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পাখা ইত্যাদি দান করেছেন ।

নবজাতকের প্রতিষ্ঠাতার আকস্মিক মৃত্যুর পরে ১৯৮৭ সালের ২৭ শে আগস্ট প্রতিষ্ঠাতার জন্মদিবসে আরোগ্যভবনের বহির্বিভাগ পরিবর্দ্ধিত আকারে নতুন ভবনে শুরু হলো। এই হলো নব পর্য্যায়ে আরোগ্যভবনের প্রথম পদক্ষেপ। সপ্তাহের সব দিনেই চক্ষু, কান-নাক-গলা, দাঁত, চর্ম, শিশু, অস্থিরোগ, স্ত্রী -রোগের নিয়মিত চিকিৎসা হতে লাগল। আরোগ্যভবনের স্বেচ্ছাসেবকেরা সদাব্যস্ত এই বিভাগগুলি নিয়ে। রোগীরা খুবই স্বল্পব্যয়ে পেলেন এক ছাদের নীচে বিভিন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থা। সুপরিচিত ও সুনামী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নবজাতক আরোগ্যভবনকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন।

চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে সাথে প্রতিষেধক ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। বিশেষ করে শিশুদের জন্য Well baby clinic চালু হয় - শিশু কল্যাণ বিভাগ।

বিশ্ববন্দিত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আর এন চ্যাটার্জ্জীর তত্ত্বাবধানে বহু বছর অসংখ্য রোগী চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন এবং নবজাতক আরোগ্যভবনের E.C.G. মেসিনে পরীক্ষা হয়েছে।

রোগের সুচিকিৎসার জন্য রোগীর শারীরিক অবস্থা সঠিকভাবে জানা দরকার। তাই রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষার ব্যবস্থা হলো নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। নবজাতক আরোগ্যভবনের Pathology, X-ray, Physiotherapy ইউনিটগুলি সুনামের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।
ইতিমধ্যে সেরাম অ্যানালিসিস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে যৌথভাবে নবজাতক আরোগ্যভবনে রোগ নির্নয়মূলক সমস্ত রকম রক্ত পরীক্ষা, ডিজিটাল এক্স-রের কাজ ভালভাবে চলছে অল্প মূল্যের বিনিময়ে।। অস্থিবিশেষজ্ঞ ও ফিজিওথেরাপি দ্বারা চিকিৎসা পরিষেবা এখনো মোটামুটি সন্তোষজনক। কলকাতার প্রসিদ্ধ শুশ্রুত আই ফাউন্ডেশন এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার এর সহযোগিতায় চক্ষু চিকিৎসা চলছে অতি স্বল্প মূল্যে।নবজাতক থেকে প্রেরিত গরীব মানুষদের এই চিকিৎসালয়ে সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় করা হয় ছানি অপারেশন এবং ফেকো।অপারেশনের পরে বিনা পয়সায় দেওয়া হয় চশমা। এই বিভাগের সাথের যুক্ত থেকে যে সমস্ত সুপরিচিত ও সুনামী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগীর সেবা করে গেছেন তাঁরা হলেন- ডাঃ নীহার রঞ্জন সরকার, ডাঃ দেবনারায়ণ সুর, ডাঃ তনেন মিত্র, ডাঃ চন্ডী দত্ত, ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জ্জী,ডাঃ আর এন চ্যাটার্জ্জী,ডাঃ টি কে দাস, ডাঃ আর এন চক্রবর্তী,ডাঃ মোহনলাল দাস,ডাঃ ভাস্কর বসু, ডাঃ ললিতা মজুমদার।
এই বিভাগের সফলতায় অংশগ্রহনকারী কর্মীরা হলেন-রবীন্দ্রকৃষ্ণ সোম, সমীরণ দাস, সৌমেন পাল,অসীম দাস, স্বর্ণলতা মোদক

নবজাতক আরোগ্যভবনের উদ্দেশ্য

দুঃসহ বাস্তব অব্যবস্থা আর অবহেলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজের স্বাস্থ্যের অধিকার আদায় করার যে স্বপ্ন প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা দেখতেন তাকে সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় সফল করাই নবজাতক আরোগ্যভবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। বর্তমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় স্বল্প খরচে সকলের জন্য আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ করে দেওয়াই এখন নবজাতক আরোগ্যভবনের একটি বিশেষ লক্ষ্য।
সেরাম অ্যানালিসিস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে যৌথভাবে নবজাতক আরোগ্যভবনে রোগ নির্নয়মূলক সমস্ত রকম রক্ত পরীক্ষার সাথে ডিজিটাল এক্স-রে, ই।সি।জি ভালভাবে চলছে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে।। অস্থিবিশেষজ্ঞ ও ফিজিওথেরাপি দ্বারা চিকিৎসা পরিষেবা এখনো মোটামুটি সন্তোষজনক। কলকাতার প্রসিদ্ধ শুশ্রুত আই ফাউন্ডেশন এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার এর সহযোগিতায় চক্ষু চিকিৎসা চলছে অতি স্বল্প মূল্যে।
খুব শীঘ্রই প্রতিষ্ঠাতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ হিসেবে আরোগ্যভবনের অন্য ইউনিটগুলিকেও সময়োপযোগী ও আধুনিকীকরণ করবার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
নবজাতক আরোগ্যভবন এলাকার সমস্ত শুভার্থী মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে ঠিক আগের দিনগুলোর মতো প্রতিষ্ঠানের এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে পাশে এসে দাঁড়ানোর ।